তৃতীয় খণ্ড

রামের রাজত্ব।

রাম অযোধ্যায় ফিরে আসা থেকে প্রজাদেব আনন্দের অবধি নাই। রাজবাড়ীতে ও নগরে লাগাড ধুম চ'লেছে, এক দণ্ডও খাওয়া-মাখার বিরাম নাই।

যত দিন রাম বনবাসে ছিলেন, তত দিন ভরত, রামের খড়ম জোড়া সিংহাসনে রেখে, প্রতিনিধির মতো কাজ চালাচ্ছিলেন। তিনি, রাম আসা মাত্রেই, বাম-সীতাকে যথারীতি সিংহাসনে বসিযে দিযে, নিজে বামের মাথায় ছাতা ধ'রে দাঁ'ডালেন।

সীতার আ'জ কতো সুখ। তিনি স্বামীর পাশে, অযোধ্যার সিংহাসনে, রাণী হ'য়ে ব'সেছেন। তা' ছাড়া, স্বামীর আদর, স্বামীর সম্পূর্ণ ভালবাসাও তিনি পেয়েছেন; আর সবজায়গায়, স্বামীর সুনাম ও যশ শুনছেন—এ' ছাড়া নারী-জীবনে আর কি চাই? সীতা ভগিনীদের সহিত, সখীগণের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে সময় কাটিয়ে দেন। সমস্ত পুরনারীগণের সঙ্গেই তাঁ'র সদ্ভাব। যতখানি সুখ,

মানুষে ভা'বতে পারে,—মনে মনে যত সুখের ধারণা করা যায়, অযোধ্যায় এ'সে অবধি, ততখানি সুখ, সীতাদেবী ভোগ ক'রছিলেন। আগে যেমন কষ্ট পেয়েছেন, আজ-কাল যেন তেমনি সুখ ও তৃপ্তির মধ্যে ডুবে আছেন।

এই রকম সুখে রাম-সীতার দিন যায়। রাজ্যের প্রজা সাধারণও মহা সুখী।

কিছু দিনে সীতার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পেলে। রাজ-পুরীতে এই সংবাদ প্রচার হ'বামাত্র, আবার নূতন আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেলো। গর্ভবতী স্ত্রীলোককে যে ভাবে চলা-ফেরা ক'রতে হয়,—সাবধানে থা'কতে হয়, সীতার সম্বন্ধেও সেই সব নিয়মাদি পালনের ব্যবস্থা হ'তে লা'গলো।

দে'খতে দে'খতে পাঁচ মাস কা'টলো। গর্ভ হ'লে, স্ত্রীলোকদের নানা রকম জিনিষ খা'বার-দে'খবার সাদ-ইচ্ছা হয়। যা'তে সীতার গর্ভকালের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েরও ব্যবস্থা হ'তে থা'কলো। মোট কথা, যা'তে সীতার কোনো সাদ অপূর্ণ না থাকে, রামচন্দ্র সেই রকম বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

এই সময়ে সীতার সাদ হ'লো যে, তিনি তপোবন দে'খতে যাবেন, আর গত-জীবনের সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা ক'রবেন।

তাই এক দিন তিনি রামকে ব'ললেন,—দেখো,

আমাদের বনবাসের সময়ে, আমরা কি সুখেই তপোবনে দিন কাটিয়েছি। তপোবনগুলি আমার কাছে বড়ই শান্তিময় ও মধুর ব'লে মনে হয়। চলো না, একটী বার, আবার ক'টা দিন তপোবনে কাটিয়ে আসি? ঋষি-পত্নী, আর তাঁ'দের ছেলে-মেয়েগুলিকে, সহরের নানা রকম ভালো ভালো খাবার, কাপড আব খেলনা দিযে আ'সবো, ভা'বছি। তখন আমরা গিয়েছিলাম ভিখারী-ভিখারিণীর বেশে, আর আ'জ আমবা রাজা-রাণী। এখন তাঁ'দিগে অনেক রকমের ভালো ভালো জিনিষ দিযে আ'সবো-এখন, কেমন?

রাম জবাবে ব'ললেন,—তা' বেশ তো। রাজ-কাজ থেকে একটু ছুটী পেলেই, চলো না, ঘুবে আসি, ক'দিনের জন্যে।

রাম আরও ব'ললেন,—আমাব কিন্তু আর একটা কথা মনে হ'চ্ছে। দেখো, যে ক'দিন আমাদের তপোবনে যাওযা না হ'চ্ছে,—তা'র মধ্যে, তপোবনের আর আমাদের পূর্ব্ব-জীবনের খান-কয়েক ছবি আঁকিয়ে এনে দেখা যাক্। আমি ব'লছি, তা'তে তুমি অনেক আমোদ পাবে। লক্ষ্মণের কাছে সে দিন ক'জন ভালো ভালো প'টো এসেছিল। লক্ষ্মণকে ব'ললে, সে তা'দেরি দিয়ে, এই সব ছবি আঁকিয়ে নিতে পা'রবে-এখন। আমি ভেবে দেখেছি, চিত্র-কলা একটা মস্তো বড বিদ্যা,—এই ব্যবসার লোকদিগকে রাজ-কোষ থেকে সাহায্য দেওয়া উচিত। তুমি কি বলো'?

সীতা ব'ললেন,—সে তো বেশ ভালো কথা; তুমি এখনি ঠাকুর-পো'কে ডেকে ব'লে দাও না। আমরা দু'জনে মিলে ছবি দে'খলে, আগেকার অনেক কথা মনে প'ড়ে যাবে, আর তা'তে ভারী আমোদ হবে।

সেকালের সমস্ত রাজবাড়ীতে এক একটা চিত্রশালা থা'কতো। রামের ইচ্ছামতে, লক্ষ্মণ ভালো ভালো চিত্রকর দিয়ে রাম-সীতার জীবনের, আর তপোবনের অনেকগুলি ছবি আঁকিয়ে এনে, চিত্র-গৃহের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেন।

আজ রাম-সীতা ঐ সমস্ত ছবি দে'খতে এসেছেন। লক্ষ্মণ নিজে হাজির থেকে' তাঁ'দিগকে ছবির মানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সীতা,—এটা কি, ওটা কি,—ব'লে, নানা প্রশ্ন ও মাঝে মাঝে দু' একটা কৌতুকও কর'ছেন।

এমন সময়, এক জন চাকর এসে, রামকে আস্তে আস্তে কি ব'ললে। শুনেই তিনি সীতাকে চিত্রশালায় রেখে, দরজার কাছে এলেন। এসে দেখেন, দুর্ম্মুখ দাঁড়িয়ে আছে।

এই দুর্ম্মুখের কথা তোমাদিগকে কিছু বলার দরকার। সেকালে সমস্ত ভালো ভালো রাজার গুপ্ত-চর থা'কতো। এই দুর্ম্মুখই সেই গুপ্ত-চর। রাজবাড়ীর সব জায়গায় গিয়ে, দুর্ম্মুখ রাজার সঙ্গে দেখা ক'রতে পা'রতো।

প্রজারা রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে কি ব'লছে তারি গোপন

খবর এনে, রাজাকে শোনানো ছিল এই দুর্ম্মুখের কাজ। অর্থাৎ, এই দুর্ম্মুখ হ'চ্ছে, আজ কা'লকার খবরের কাগজ আর কি।

প্রণাম ক'রে, দুর্ম্মুখ দাঁড়িয়ে রইলো।

রাম জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কিহে, খবর কি?

দুর্ম্মুখ। সমস্তই মঙ্গল, প্রভু। প্রজা-সাধারণ আপনার রাজত্বের অনেক প্রশংসা ক'রছে।

রাম। না হে, না। ও-সবতো বাজে খবর, বন্দীদের কথা,—রাজার সাধারণ স্তব-গান। তোমার কাজ তো তা' নয়। কি মন্দ খবর শু'নলে, তা'ই বলো না? খবর নিশ্চয়ই কিছু আছে, নইলে তুমি চিত্র-গৃহ পর্য্যন্ত এলেই বা কেনো? তোমার মুখ দেখে বেশ বোধ হ'চ্ছে, নিশ্চয়ই কোনো মন্দ খবর এনেছো।

দুর্ম্মুখ আবার প্রণাম ক'রে ব'ললে, হা প্রভু, আমায় মাপ করুন। ভারী মন্দ খবরই আছে। কিন্তু সে খবর ব'লতে যে আমার জিভ কেঁপে যাচ্ছে, প্রভু।

রাম-সীতার মধ্যে যে কি রকম ভালবাসা, তা' রাজ্য-ময় সকলেই জা'নতো,—তাই দুর্ম্মুখের এই ভণিতা।

রাম ব'ললেন,—না, দুর্ম্মুখ, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার খবর বলো।

দুর্ম্মুখ ব'ললে,—তবে শুনুন, প্রভু। প্রজারা দেবীর

চরিত্রে খুসী নয়। তা'রা বলে, সীতাদেবী দশ মাস কাল রাবণের প্রমোদ-বনে, অসহায় হ'য়ে, নির্জ্জনে বন্দী ছিলেন। রাবণের যে রকম চরিত্র, তা' ভাবলে, এরূপ অবস্থায়, তাঁ'র সতীত্বের হানি হওয়ারই সম্ভাবনা। শুনেছি, সমুদ্র-তীরে তাঁ'র নাকি এক অগ্নি-পরীক্ষা হ'য়েছিল,—কিন্তু আমরা তা' দেখি নি। আমাদের রাজা, এক রকম বিনা বিচারেই—সীতাদেবীকে গ্রহণ ক'রেছেন, ব'লতে হবে। রাজা নিজেই যদি ওরূপ উদাহরণ দেখান,—তবে তাঁ'র প্রজাদের স্ত্রী বা ভগিনীরা যে কু-পথে যাবে, তা'তে আর বিচিত্র কি। রাজ্যের যতো নষ্টা-দুষ্টা স্ত্রীলোক, সবাই রাণীর দৃষ্টান্তই দেখাবে!

এই খবর শুনে, রামের উপর যেন আকাশ ভেঙে প'ড়লো। তাঁ'র মাথা ঘু'রতে লাগলো। তিনি অতি কষ্টে, দুর্ম্মুখকে ব'ললেন,—আচ্ছা, তোমার খবর আমি শুনেছি, তুমি এখন যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে।

দুর্ম্মুখ প্রণাম ক'রে, চ'লে গেলো।

সীতার বনবাস।

অতি কষ্টে নিজকে সাম'লে নিযে, রাম একেবারে মন্ত্রণার ঘরে গেলেন, চিত্র-গৃহে তাঁ'র আর সেবা হ'লে না। তিনি সেখানে গিযেই, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রকে ডে'কে পাঠা'লেন।

তা'রা এলে, রাম সব কথা খুলে ব'ললেন। শুনে সকলেই ব'ললেন, -ও একটা কথাই নয! দুষ্ট লোকদের কে কবে তুষ্ট ক'রতে পেরেছে?—ঘাযের মাছি ঘায়ে ব'সবেই ব'সবে! আর যখন লক্ষাধিক লোকের সামনে, সীতাদেবী অগ্নি-পরীক্ষা দিয়েছেন, স্বয়ং অগ্নি, আর অন্যান্য দেবতারা এসে, তাঁ'কে ভালো ব'লে গেছেন, তখন দু'-এক জন দুষ্ট লোকের কথায, কি আসে-যায?

রাম উত্তরে ব ললেন, —ও সব কথা যে সত্য নয়, তা' নয়। কিন্তু আমি যখন প্রজা-রঞ্জনের জন্যে রাজ্য নিয়েছি, তখন আমাকে তা র চেষ্টা করাই উচিত।

একটু চুপ ক'রে থেকে, রাম ফের কঠোর-ভাবে ব'লতে লা'গলেন,—আমি সীতাকে বর্জ্জন ক'রবো। দুর্ব্বল হৃদয়কে বিশ্বাস নেই। তাই আমি সমস্তই ঠিক্ ক'রে ফেলেছি। লক্ষ্মণ, আমি তোমায় অনুমতি ক'রছি, মনোযোগ্ দিয়ে শোনো। সীতা তপোবন দে'খতে চেয়েছিলো; সেই

অছিলায়, তুমি আ'জই তা'কে রথে ক'রে নিয়ে গিয়ে, দূরের কোনো তপোবনে রেখে এসো। সুমন্ত্র রথ নিয়ে যাক্। এ বিষয়ে, আর যা' যা' তোমার ভালো বিবেচনা হয়, ক'রবে। আগেই ব'লে দিচ্ছি কিন্তু, এ সম্বন্ধে, আমি আর কোনো কথা ব'লবো না,—বা শু'নবোও না।

এই ব'লে, রাম উঠে বিশ্রাম ক'রতে গেলেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের অনুনয়-বিনয়ে কোনো ফল হ'লো না। বশিষ্ঠদেব আর সুমন্ত্র, মুখ আঁধার ক'রে, চুপ ক'রে র'ইলেন।

কাঁ'দতে কাঁ'দতে, লক্ষ্মণ রাজার হুকুম পালন ক'রতে গেলেন। গিয়ে সীতাকে ব'ললেন,—দেবি, প্রভুর আদেশ হ'য়েছে, চলো, আ'জই তোমায় তপোবন দেখাতে নিয়ে যাই। সীতার আর আহ্লাদ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি নানা রকমের জিনিস-পত্র, কাপড়, জামা, গহনাদি নিয়ে, লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে, রথে চ'ড়লেন। বু'ঝলেন, কাজের গতিকে, রাম নিজে যেতে না পেরে, লক্ষ্মণকে সঙ্গে দিয়েছেন। দেওরের ভার-ভার মুখ-চোখের দিকে, আ'জ তাঁ'র নজরই পড়লো না।

রথ সীতাকে নিয়ে, অযোধ্যা-সহর ছেড়ে, বাইরে এসে প'ড়লো।

গঙ্গা পার হ'য়ে, রথ, বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হ'লো। সীতা ও লক্ষ্মণ, এখানে রথ থেকে নেমে প'ড়লেন। তার পর লক্ষ্মণ, 'হায় মা জানকী, তোমার কপালে এই

ছিলো,'—ব'লে মাটীতে প'ড়ে কাঁদতে লা'গলেন। সীতা ভা'বলেন,—হয় তো অযোধ্যায় কোনো অমঙ্গল ঘ'টেছে,—যা' তাঁ'র কাছে গোপন রাখা হ'য়েছে। তাই তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে, লক্ষ্মণের কাছে সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা ক'রতে লা'গলেন। তখন লক্ষ্মণ কাঁ'দতে কাঁ'দতে কোনো মতে সীতাকে, রামের হুকুম শোনা'লেন।

কথাটা শু'নে, সীতা ক্ষোভে ও শোকে, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে র'ইলেন। পরে ব'লতে লা'গলেন —এতো দিনে বু'ঝলাম, কেবল অপমান ও দুঃখ ভোগের জন্যেই আমার জন্ম। প্রভু আমায় বর্জ্জন ক'রেছেন, এ কথা যদি তুমি আমায়, অযোধ্যায় থা'কতে থা'কতে ব'লতে, —তবে জন্মের মতো, তাঁ'র চরণে প্রণাম ক'রে আ'সতাম। যা হোক্, তুমি ফিরে গিয়ে, শ্বাশুড়ীদিগকে আর প্রভুকে আমার প্রণাম জানাবে, আর ব'লবে, আমার এই অনুরোধ,—আমার জন্যে তিনি যেন, প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্য না ভোলেন। শ্বাশুড়ীদিগকে ব'লবে যে, শ্বশুর-কুলের কলঙ্ক দূর ক'রবার জন্যে, আমার এই বন-বাস,—রাজ-পুরীতে থাকার চেয়ে, হাজার গুণে সুখের।

এই কথা ব'লতে ব'লতে, সীতার দুঃখ অসহ্য হ'য়ে উ'ঠলো, তিনি পাগলিনীর মতো কেঁদে উ'ঠলেন। তাঁ'র বিলাপে, বনের পশু-পাখীরাও যেন কাঁ'দতে লা'গলো। লক্ষ্মণ, কাঁ'দতে কাঁ'দতে রথে চ'ড়লেন। পাঁচ মাস গর্ভ-

বতী সীতাকে, সেই ভয়ানক বনে প'ড়ে থা'কতে হ'লো। অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মী, মিথিলার রাজ-কন্যা, আ'জ বড়ই অনাথিনীর মতো নির্ব্বাসিতা হ'লেন। সীতা দে'খলেন, লক্ষ্মণ চ'লে যাচ্ছেন। তখন তিনি, চোক মুছে আস্তে আস্তে তাঁ'কে বলতে লা'গলেন :—

ব'লো নাকো,—না, না,—নাথ ব'লিবো না আর,
নির্ব্বাসিতা সীতার কি আছে অধিকার ?—
ব[illegible] সেই রঘু-নাথে যদিও কানন মাঝে
ত্যজিলেন, তবু এই অভাগিনী হায়
জীবনে-মরণে তাঁ'রে ভাবিবে হিয়া[illegible]।

লক্ষ্মণ, চোখের জলে ভা'সতে ভা'সতে, অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। সীতার দুঃখে দুঃখিত হ'য়েই, যেন সূর্য্যদেব সেই সময়ে অস্ত গেলেন। পাখীগুলিও যেন, কাঁ'দতে কাঁ'দতে বাসায় ফিরে যেতে লা'গলো। হায়, হায়, এই বনে সীতার আশ্রয় কোথায় ? এমন সময়ে, কে মধুর কণ্ঠে তারক-ব্রহ্ম নাম গান ক'রতে ক'রতে সেখানে এলেন। সীতা চেয়ে দেখেন, প্রসন্ন মূর্ত্তি, লম্বা ও পাকা চুল-দাড়ী-ওয়ালা, মহর্ষি বাল্মীকি তাঁ'র সামনে দাঁড়িয়ে। সীতা মাটীতে মাথা ছুঁইয়ে তাঁ'কে প্রণাম ক'রেন। মহর্ষি ব'ললেন,—এসো মা জানকী, তুমি আমার তপোবনে এসো। আমি যোগ-বলে সবই জেনেছি। আ'জ থেকে আমিই তোমায় পালন ক'রবো। এখানে তোমার কোনো ভয়-ভাবনার কারণ থা'কবে না।

এই রকমে, অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মী সীতাদেবী, বাল্মীকির তপোবনে কুটীর-বাসিনী হ'লেন।

সময়ে সীতার দু'টী জমজ ছেলে হ'লো। মহর্ষি একটীর নাম দিলেন লব, আর অপরটীর নাম হ'লো কুশ। তা'র। দে'খতে, ঠিক যেন দু'টী ছোট রাম,—চোখে, মুখে, বঙে কিছু মাত্র তফাৎ নেই।

এই ভাই দু'টী, ক্রমে একটু বড় হ'লো। তা'রা এখন তপোবনে খেলে' বেড়ায়, দে'খলে মনে হয়, যেন এক জোড়া চাঁদ, সেই সবুজ পাতায় ঢাকা আশ্রমের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। সীতা এই দু'টী শিশুকে নিয়েই, নিজের মনের দুঃখ কতকটা ভুলে আছেন।

দিন যায়, ছেলে-দু'টী আরো বড় হ'য়ে উ'ঠছে। মহর্ষি বাল্মীকি ব'ললেন,—মা জানকী, এ'রা অযোধ্যার রাজ-কুমার। এদের শরীরে, রাজা হ'বার স্পষ্ট চিহ্ন আছে, আর হবেও এরা রাজা। তাই ব'লছি, এ'রা কি তপোবনে ঋষি-কুমারের মতো হ'য়ে চ'লবে? এ'দিকে ক্ষত্রিয়ের মতো রণ-পণ্ডিত আর বিদ্বান্ হ'তে হবে।

সীতা ব'ললেন,—বাবা, আপনার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন। এই দু'টী ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে, তা'দের বাপের মতো ক'রে গ'ড়ে তুলুন, কালে যেন তা'রা বাপের যোগ্য ছেলে হ'তে পারে।

বাল্মীকি পরম যত্নে লব-কুশকে ধনুর্ব্বেদ শেখাতে লা'গলেন। দে'খতে দে'খতে, শিশু-দু'টী অদ্বিতীয় বীর হ'য়ে উ'ঠলো। এদিকে আবাব তা'রা অনেক বই প'ড়ে নানা রকম জ্ঞান লাভ ক'রতে লা'গলো। কিন্তু ছেলে দু'টী তখনো পর্য্যন্তও, তা'দেব বাপের নাম জা'নতে পারে নি। তখন তা'রা স্তধু এই মাত্র জা'নতো যে, তা'দের মায়ের নাম—সীতা।

মহর্ষি বাল্মীকি বামাযণ নাম দিযে, রামচন্দ্রের এক খানি জীবন-চরিত বচনা ক'রেছেন, আর পরম যত্নে লব-কুশকে সেই রামায়ণেব গান শেখাচ্ছেন। শিশু-দু'টী যখন সকালে ও সন্ধ্যায়, তপোবনের ধারে বা নদীর তীরে ব'সে, বীণা বাজিয়ে রামাযণ গান করে, তখন পাখীরা পর্য্যন্ত, এক মনে লব-কুশেব বামাযণ গান শোনে। বনের পশু পর্য্যন্ত, এই গানে মুগ্ধ হ'য়ে, ছেলে-দু'টীকে দেখে।

শিশু দু'টী কিছু না জেনেও, এক মনে তা'দেরই মাযের করুণ-কাহিনী গাইতে থাকে :—

বাজাব নন্দিনী, বাজাব ঘবণী,
জানকী বন-বাসিনী,
জনম-দুখিনী, মলিন-বদনী
বমণীব শিবোমণি।

সীতার দুঃখ-কাহিনী শুনে, কেউ-ই আর শুকনো চোখে কি'রতে পারে না।

রামের অশ্বমেধ ও সীতার তিরোভাব।

সীতার বর্জ্জন ক'রে অবধি, বড়ই কষ্টে,—বড়ই অশান্তিতে, রামের দিন যা'চ্ছে। উদাস মনকে, কাজে লাগিয়ে রাখার জন্যে, তিনি সকলের পরামর্শে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রলেন। চা'রদিকে এ কথা ছড়িয়ে প'ড়লো।

বনে ব'সে সীতা শু'নলেন, রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছেন। এই খবরে তাঁ'র মনে কেমন একটা আঘাত লা'গলো। সীতা জা'নতেন, স্ত্রী ছাড়া যজ্ঞাদি কোনো ধর্ম্ম কাজই হয় না। তাঁ'র মনে হ'লো, তা' হ'লে রাম নিশ্চয়ই যের বিয়ে ক'রেছেন। সীতা একেবারে মুসড়ে প'ড়লেন। এ সমস্ত দেখে-শুনে, সখীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত খবর সংগ্রহ ক'রে আ'নলে। জানা গেলো, রাম ফের বিয়ে করেন নি—কেউ তাঁ'কে সে কথায় রাজী ক'রতে পারে নি। কাজেই, যজ্ঞের জন্যে তাঁ'কে সোনার সীতা-মূর্ত্তি গ'ড়ে নিতে হ'য়েছে। এই খবরে, সীতার আর আহ্লাদ ধরে না। রাম যে তাঁ'র স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগিয়ে রেখেছেন, এ কথায় তিনি যেন নূতন জীবন পেলেন। সীতার মনে হ'তে লা'গলো, আ'জও যেন তিনি অযোধ্যার রাজ-মহিষীই আছেন।

কিছু দিন পরে, একটা বড় সুন্দর ঘোড়া, সেই তপোবনে এসে ঢু'কলো। ঘোড়ার কপালে জয়-পত্রে লেখা আছে,—যে সতীর ছেলে,—বীরের ছেলে, সে যদি সাহস পায়, তবে যেন সে এই ঘোড়া ধরে, এ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের ঘোড়া। সঙ্গে মহা-বীর লক্ষ্মণ আছেন, অতএব সাবধান।

লব ব'ললে,—ভাই কুশ, দে'খছো, বেটাদের আস্পর্দ্ধা! কান্ দেশের বা রাজা, আর কে-ই বা তা'কে জানে! আয় তো ভাই, আমরা ঘোড়া ধ'রি।

দু' ভাই তো ঘোড়া ধরে বাঁধলে। আর অমনি যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো। লক্ষ্মণ দে'খলেন, অবিকল রামচন্দ্রের ছায়া-মূর্ত্তির মতো দুটী ছেলে, যুদ্ধ ক'রতে এসেছে। কিন্তু ছেলে-দু'টী লক্ষ্মণকে পরিচয় দিলে না, বরং উপহাস ক'রতে লা'গলো। লক্ষ্মণ বীর,—তিনি উপহাস শু'নে ক্রুদ্ধ হ'লেন। কিন্তু যুদ্ধে লক্ষ্মণকেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়তে হ'লো।

ক্রমে ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সকলের শেষে, রামচন্দ্র এলেন; আর সকলেই যুদ্ধে হেরে, মূর্চ্ছিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে প'ড়ে র'ইলেন।

এই যে ক'দিন ধ'রে যুদ্ধ হ'চ্ছে, সীতা তা'র কিছুই জানেন না। মহর্ষি তপোবনে নেই, তীর্থ-দর্শনে গিয়েছেন। লব-কুশের উপর তপোবন রক্ষার ভার আছে। তপোবনের

পারে যুদ্ধ হয়, সীতা তা'র কি জান্‌বেন ? কিন্তু আ'জ যখন দে'খলেন যে, লব-কুশ একটা প্রকাণ্ড বানরকে পিঠ মোড় ক'রে বেঁধে এনেছে, তখন তিনি চি'নলেন, এই বানর, তা'র প্রিয় ভক্ত,—মহা-বীর হনুমান্। সীতা হনুমানের নিকটে সব কথা শুনে, কাঁ'দতে কাঁ'দতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গেলেন এবং রামের পায়ের তলায় প'ড়ে, শোক ক'রতে লা'গলেন।

এমন সময়, মহর্ষি বাল্মীকি এসে ব'ললেন,—দেবী, কোনো ভয় নেই। এঁরা সকলেই বাঁ'চবেন। আমি মৃত সঞ্জীবনী এনেছি। তুমি কুমার দু'টীকে নিয়ে কুটীরে যাও বোনো না, এখন পরিচয় দেওয়া হবে না।

* * * *

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হ'বো-হবো হ'য়েছে। দেশের কতো রাজা, কতো মুনি-ঋষি এসেছেন, তা'র কি লেখা-জোখা আছে ? এক এক মুনির সঙ্গের অনেক শিষ্য। সকলেই অযোধ্যায় এসে, রামচন্দ্রের যজ্ঞ দর্শন ক রছেন। আদর-যত্নে সকলেই পরম সুখী হ'য়েছেন। ক্রমে অশ্বমেধ-যজ্ঞ যথাশাস্ত্র শেষ হ'লো। এমন সময়, শিষ্যদের নিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি, সেই যজ্ঞে এসে উপস্থিত হ'লেন।

বাল্মীকিকে দেখে, সকলেই তাঁ'র অভ্যর্থনা ক'রলে ;

কারণ, ইনিই আদি-কবি আর ভারী জ্ঞানী ও যোগী পুরুষ। সুতরাং সকলেই তাঁ'কে বিশেষ ভক্তি ক'রতেন।

বাল্মীকি ব'ললেন,—মহারাজ, আমার সঙ্গে দু'টী বালক-শিষ্য আছে। আমি তোমার চরিত্র অবলম্বন ক'রে, রামায়ণ-গান রচনা ক'রেছি। এই শিষ্য দু'টীকে সেই গান শিখিয়েছি, যদি আদেশ হয়, তবে এই সভায় আপনাকে সেই রামায়ণ-গান শোনা'তে, সেই ছেলে দু'টীকে বলি।

সকলেই রামায়ণ শু'নতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন। তখন বাল্মীকি লব-কুশকে, রামায়ণ-গান ক'রতে ব'ললেন। ঋষি-কুমারের বেশে, লব-কুশ বীণা যন্ত্র নিয়ে গান আরম্ভ ক'রলেন। রামের জন্ম-কথা, ছেলেবেলার খেলা-ধূলো, তাড়কা-বধ, হর-ধনুর্ভঙ্গ, ইত্যাদি হ'তে আরম্ভ ক'রে, ক্রমে সীতা-হরণ পর্য্যন্ত গান ক'রলে, সে দিনের মতো, সভা ভঙ্গ হ'লো।

মহর্ষি বাল্মীকির রচনা অতি মধুর, আর রাম-চরিতও অদ্ভুত। ছেলে দু'টী যেমন সুন্দর ভাবে তা' রাজসভায় গাইলে, তা'তে সকলেই মোহিত হ'য়ে গেলেন। যেমন চমৎকার রচনা, তেমনি চমৎকার বিষয়, আর তেমনি চমৎকার গান।